নাটা বুলেটিন
NATA BULLETIN

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির একটি প্রকাশনা : জানুয়ারি-জুন/২০২০

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১
www.nata.gov.bd

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর

নাটা বুলেটিন

উপদেষ্টা

ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা

মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), নাটা

সংকলন ও সম্পাদনায়

ড. মোঃ এখলাছ উদ্দিন

উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রকাশনা), নাটা

ড. মোঃ ছাইদুর রহমান

উপপরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস), নাটা

মোঃ সাইফুল ইসলাম

সিনিয়র সহকারী পরিচালক (হর্টিকালচার ক্রপ ডিজিজ), নাটা

মাহমুদা হক

সিনিয়র সহকারী পরিচালক (কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন), নাটা

সুমাইয়া শারমিন

পাবলিকেশন অফিসার, নাটা

প্রকাশকাল

জুলাই ২০২০

সংখ্যা

২০০ (দুইশত) কপি

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ

আফজাল প্রিন্টিং প্রেস

মুন্সিপাড়া রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

প্রকাশনায়

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

গাজীপুর-১৭০১

www.nata.gov.bd

সূচীপত্র

ক্র.নং	বিষয়	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পৃষ্ঠা
১	প্রশিক্ষণ পরিক্রমা (জানুয়ারি-জুন/২০২০)	**মাহমুদা হক** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	০৪
২	নাটায় শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০	**লায়লাতুল রোকসানা লিমা** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	০৫
৩	নাটায় নবনিয়োগ	**লুপু রহমান** লাইব্রেরিয়ান, নাটা	০৬
৪	নাটায় "কৃষক-উদ্যোক্তাঃ বাণিজ্যিক কৃষির উদীয়মান চালক" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত	**শামসুন নাহার** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	০৭
৫	কোভিড-১৯ মহামারী রোধকল্পে নাটার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	**মোঃ শহীদুজ্জামান শুভ** মেডিকেল অফিসার, নাটা	০৮
৬	ট্রেনিং ক্যালেন্ডার (২০২০-২০২১)	**নিলুফা আক্তার** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	০৯
৭	নাটায় মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন	**মুসফিকা হাসনীন চৌধুরী** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	১১
৮	নাটা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ	**মোঃ সাইফুল ইসলাম** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	১২
৯	শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯-২০২০	**নাঈমা সুলতানা** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	১৩
১০	N-২৭তম NARS বিজ্ঞানীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ উদ্বোধন	**মোছাঃ শারমিন আখতার** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	১৪
১১	**DG's Tea**	**নিলুফা আক্তার** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	১৫
১২	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	**আবুল কালাম আজাদ** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	১৬
১৩	"এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয় প্রশিক্ষণ নাটায় অনুষ্ঠিত	**আনোয়ারুল ইসলাম জুয়েল** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	১৮
১৪	NATA Training Management Information System	**ড. মোঃ ছাইদুর রহমান** উপপরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস), নাটা	১৯
১৫	বর্জ্য থেকে জৈব সারঃ নাটা'র সম্ভাবনা ও সক্ষমতা	**মোঃ শরিফ ইকবাল** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	২১
১৬	বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নাটা চত্বরে বৃক্ষরোপণ	**মোঃ শরিফ ইকবাল** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	২৫
১৭	নাটায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও নাটার খামার উন্নয়ন কর্মসূচির সমাপ্তি	**মোঃ তাহাজুল ইসলাম** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	২৫
১৮	বঙ্গবন্ধুর কৃষি ভাবনা ও নাটা	**মোঃ সাইফুল ইসলাম** সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা	২৬

প্রশিক্ষণ পরিক্রমা (জানুয়ারি-জুন/২০২০)

মাহমুদা হক
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা অনুযায়ী প্রতি বছর কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার ৯ম ও তদুর্ধ গ্রেডের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নাটার প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা অনুয়ায়ী জানুয়ারি-জুন/২০২০ মাসে নাটার অর্থায়ণে ০৬টি বিষয়ের উপর মোট ১৭৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও স্পন্সরড ট্রেনিং হিসেবে জানুয়ারি-জুন/২০২০ মাসে নাটায় ৮ ব্যাচে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ২০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স বিষয়ভিত্তিক দক্ষ রিসোর্স স্পিকারের উপস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ফলে কৃষির সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীরা অবহিত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, গাজীপুর জেলা কোভিড-১৯ রেডজোনের আওতায় থাকায় এপ্রিল- জুন/২০২০ মাসে নাটায় কোন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়নি।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কর্তৃক জানুয়ারি - জুন/২০২০ মাসের প্রশিক্ষণ বিবরণী

ক্র. নং	কোর্সের নাম	কোর্স সমন্বয়কারীর নাম ও পদবী	ব্যাচ	তারিখ	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	Public Financial Management	রঞ্জিত কুমার পাল উপপরিচালক	১	২৬-৩১ জানুয়ারি/২০২০	২৫	৫	৩০
২	Rules & Regulation for Organizational Management	মো: জামাল উদ্দিন উপপরিচালক	১	০২-০৬ ফেব্রুয়ারি/২০২০	২৮	৪	৩২
৩	Value Chain Mangement of Commercially Important Hort. Crops	মোঃ মাহমুদ হাসান উপপরিচালক	১	০২-০৬ ফেব্রুয়ারি/২০২০	২৫	৪	২৯
৪	Human Resource Management	মুসফিকা হাসনীন চৌধুরী সিনিয়র সহকারী পরিচালক	১	০১-০৫ মার্চ/২০২০	২৭	৪	৩১
৫	Good Agricultural Practices For Horticultural Crops	মোঃ মাহমুদ হাসান উপপরিচালক	১	০৮-১২মার্চ/২০২০	২৩	৭	৩০
৬	Innovation in Public Service	ড. মোঃ ছাইদুর রহমান উপপরিচালক	১	০৮-১২মার্চ/২০২০	২২	৫	২৭
				মোট	১৫০	২৯	১৭৯

স্পন্সরড প্রশিক্ষণ বিবরণী (জানুয়ারি-জুন/২০২০)

ক্র. নং	কোর্সের নাম	কোর্স কো-অর্ডিনেটরের নাম	তারিখ	প্রতিষ্ঠানের নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	Information and Communication Technology (ICT)	আবু সৈয়দ মোঃ জোবায়দুল আলম	২৯ডিসেম্বর -৯ জানুয়ারি/২০১৯-২০	ডিএই	১৯	১	২০
২	Information and Communication Technology (ICT)	মো: জামাল উদ্দিন	১২-২৩ জানুয়ারি/২০১৯-২০		১৫	৫	২০
৩	Information and Communication Technology (ICT)	আবু সৈয়দ মোঃ জোবায়দুল আলম	২৬ জানুয়ারি-৬ ফেব্রুয়ারি/২০২০		১৩	৭	২০
৪	Capacity Development of ATI Officer	আনোয়ারা আখতার	৮ ফেব্রুয়ারি-১০ ফেব্রুয়ারি/২০২০		২০	৫	২৫
৫	Capacity Development of ATI Officer	মোঃ মাহমুদ হাসান	৮ ফেব্রুয়ারি-১০ ফেব্রুয়ারি/২০২০		১৭	৮	২৫
৬	N-27th Foundation Training Course	ড মোঃ. জামাল উদ্দীন এবং ড.মোঃ আব্দুল মাজেদ	২৩ ফেব্রুয়ারি-২১ জুন (স্থগিত)	MoA	২৯	১১	৪০
৭	Capacity Development of ATI Officer	আনোয়ারা আখতার	২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি/২০২০	ডিএই	১৬	৯	২৫
৮	Capacity Development of ATI Officer	মোঃ মাহমুদ হাসান	২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি/২০২০		১৪	১১	২৫
				মোট	১৪৩	৫৭	২০০

নাটায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০

লায়লাতুল রোকসানা লিমা
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে যথাযথ মর্যাদা ও ভাব গাম্ভীর্যের সাথে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ পালিত হয়েছে। গাজীপুরস্থ' রাজবাড়ী শহীদ মিনারে রাত ১২.১ মিনিটে একাডেমির মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা এর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের (অর্ধনমিত) মধ্য দিয়ে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সূচনা করা হয়। সকাল ৯.৩০ টায় একাডেমির ৪নং প্রশিক্ষণ কক্ষে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা। অনুষ্ঠানে মূখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন লুপু রহমান, লাইব্রেরিয়ান, নাটা। আলোচক তাঁর উপস্থাপনায় ভাষার জন্য শহীদের আত্মহুতি এবং শহীদ দিবসকে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদানকে উল্লেখ করেন। একাডেমির সিনিয়র সহকারী পরিচালক, উপপরিচালকগনও পরে বক্তব্য প্রদান করেন। ভাষা শহীদদের অবদান ও উপস্থিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মহাপরিচালক মহোদয় তার বক্তব্য শেষ করেন। আলোচনা শেষে বাদ যোহর একাডেমির জামে মসজিদে ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

বক্তব্য প্রদান করেছেন ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা, মহাপরিচালক, নাটা

নাটায় নবনিয়োগ

লুপু রহমান
লাইব্রেরিয়ান, নাটা, গাজীপুর

১৯৭৫ সালে জাইকার অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট (সার্ডি), যা ১৯৮৪ সালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অন্তর্ভূক্ত হয়। কালের পরিক্রমায় ২০১৩ সালের ৩রা এপ্রিল সার্ডিকে বিলুপ্ত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি সংস্থা হিসেবে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর সরকারি আদেশ জারি করা হয়। ২০১৪ সালের জুনে মহাপরিচালক নিয়োগের মধ্য দিয়ে নাটার কার্যক্রম শুরু হয়। সার্ডির জনবল নিয়েই নাটার নবরূপে নব দিগন্তে শুভারম্ভ।

এরই মধ্যে বয়ে গেছে একে একে ৬টি বছর। ষষ্ঠ বছরে এসে নাটা শূন্য পদে ৩৭ তম বিসিএস নন-ক্যাডার থেকে একজন মেডিকেল অফিসার এবং একজন লাইব্রেরিয়ান নিয়োগের জন্য সরকারি কর্ম কমিশনে রিকুইজিশন পাঠায়। ২০১৯ সালের ১৩ মার্চ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এর মাধ্যমে দুইজন নাটাতে সুপারিশ প্রাপ্ত হন এবং কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারির পর ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ নিম্নোক্ত দুজন নাটায় যোগদান করেন।

ডাঃ শহিদুজ্জামান শুভ
মেডিকেল অফিসার

জনাব লুপু রহমান
লাইব্রেরিয়ান

এছাড়া ২০২০ সালের জানুয়ারিতে রাজস্ব খাতে ১২ গ্রেড থেকে ২০ তম গ্রেড পর্যন্ত মোট ৩২ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ অনুষদের অধীনে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেয় ২৩১২ জন এবং উত্তীর্ণ হয় ৩৬৬ জন। ২৪/৬/২০১৯ থেকে ২৮/৬/২০১৯ পর্যন্ত সকল উত্তীর্ণদের ভাইবা সম্পন্ন করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়। মোট ৩২ জন সুপারিশ প্রাপ্তদের মধ্যে ২৫ জন চাকুরিতে যোগদান করেন।

ক্র. নং	পদের নাম	সংখ্যা (জন)
১	ক্যাটালগার	১
২	অভ্যর্থনাকারী	১
৩	ফুড প্রসেসিং টেকনিশিয়ান	১
৪	মেকানিক	১
৫	সেচ পাম্প অপারেটর	১
৬	এটেনডেন্ট	৫
৭	অফিস সহায়ক	৮
৮	মালী	৪
৯	নিরাপত্তা প্রহরী	৩
	মোট	২৫

নাটায় "কৃষক-উদ্যোক্তাঃ বাণিজ্যিক কৃষির উদীয়মান চালক" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

শামসুন নাহার
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ০৬ জানুয়ারি/২০২০ খ্রি. তারিখে নাটায় "Farmer-Entrepreneur: Emerging Driver for Commercial Agriculture" অর্থাৎ "কৃষক-উদ্যোক্তা: বাণিজ্যিক কৃষির উদীয়মান চালক" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন প্রফেসর ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডল, এমেরিটাস প্রফেসর ও প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল ১. খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান ২. বাণিজ্যিক কৃষি ৩. কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের ধাপসমূহ ৪. গ্রামীণ/কৃষি উদ্যোক্তা তৈরিকরণ এবং ৫. বাণিজ্যিক কৃষি ত্বরান্বিতকরণ। এছাড়াও তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের ধাপ সমূহ আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ উল্লেখ করেন। তাছাড়া কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, নতুন নতুন ফসলের উৎপাদন বাড়ানোসহ কৃষির সাফল্য আরো ত্বরান্বিত করার উপর তাগিদ দেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা। সেমিনার শেষে কৃষি মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক নাটায় নব নির্মিত প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স উদ্বোধন করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণসহ কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষি কর্মকর্তারা সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে উপস্থিত ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় ও জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কোভিড-১৯ মহামারী রোধকল্পে নাটার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

মোঃ শহীদুজ্জামান শুভ
মেডিকেল অফিসার
নাটা, গাজীপুর

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত SARS-COV-19 বা কোভিড-১৯ অর্থাৎ করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত দ্রুত পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশের মত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এখনও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এবং এর কারণে সংঘটিত মৃত্যুর সংখ্যা তুলনামুলক কম। বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাসের রোগি সনাক্ত হয় ৮ মার্চ ২০২০। ২৬ মার্চ ২০২০ থেকে শুরু হয় সাধারণ ছুটি। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে করোনা ভাইরাস রোধকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহঃ

- সাধারণ ছুটি ঘোষণার অব্যহতিকাল পূর্বেই চলমান N-27th Foundation Training for NARS Scientist এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিতকরণের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের নিরাপত্তা ও সংক্রমণ রোধে গৃহীত পদক্ষেপ এবং তাদের নিজ নিজ আবাসস্থল/কর্মস্থলে প্রেরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সাধারণ ছুটিকালীন কর্মস্থল ত্যাগের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করা এবং সীমিত পরিসরে রোস্টার এর মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের উপস্থিতিতে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা।
- স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ যেমন - কর্মস্থলে 'মাস্ক' পরিধান, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ, ঘন ঘন সাবান পানিতে হাত ধোয়া এবং জ্বর/কাশি/গলা ব্যাথা অর্থাৎ সন্দেহজনক লক্ষণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের আইসোলেশন এবং দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করা।
- করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় দ্রুত নিম্নোক্ত সরঞ্জাম এবং সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে
  - ০২ টি Infrared Thermal Scanner (তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র),
  - ০১ টি Pulse Oxymeter, চিকিৎসকের ব্যবহার্য PPE (Personal Protective Equipment), এবং
  - Hand gloves, Hexisol সহ যাবতিয় সুরক্ষা সামগ্রী চিকিৎসককে প্রদান করা যাতে করোনা উপসর্গযুক্ত রোগীকে চিকিৎসা প্রদান ব্যহত না হয়।
- কর্মপরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য দৈনিক ০২ থেকে ০৩ বার জীবানুনাশক মিশ্রিত পানি দ্বারা অফিসকক্ষ, কড়িডোর, সম্ভাবনাময় পথগুলোকে জীবানুমুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- মসজিদ, গণশৌচাগার এবং আরো কিছু স্থানে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাবান এবং অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

সর্বোপরি নাটায় কর্মরত জনবলকে সর্বোচ্চ সচেতনতায় আনা সম্ভব হয়েছে। নাটার আবাসিক এলাকাতে চলাচল সীমিত রাখার প্রশংসনীয় উদ্যোগের জন্যই নাটাতে কর্মরত জনবল সবাই সুস্থ আছেন এবং ভবিষ্যতে থাকবে এটাই প্রত্যাশা।

অফিসে প্রবেশ প্রার্থীদের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে

Proposed

National Agriculture Training Academy (NATA), Gazipur
Training Calendar (2020-21)
(No. of Batch 25 & No. of Participants 30 /batch)

Sl. No	Title of the Course	Duration (Days)	No. of batch	Proposed Schedule	Course Co-ordinator
1	Food Processing and Preservation Techniques	5	1	20-24 September/2020	Dr. Md. Mayen Uddin Deputy Director (Food Technology)
2	Project Appraisal and Formulation of DPP	5	2	27 Sept.-1 Octo./2020 04-08 April/2021	Tahazul Islam Senior Assistant Director (Cereal &Cash Crop)
3	Disaster Management in Agriculture	5	1	04-08 October/2020	Abu Syed Md. Jobaydul Alam Deputy Director (Genetics & Plant Bredding)
4	Modern Office Management	5	1	11-15 October/2020	Md. Jamal Uddin Deputy Director (Entomology)
5	Food Security	5	1	18-22 October/2020	Mohammad Abdul Hamid Deputy Director (Soil Science)
6	Public Financial Management	5	2	01-05 November/2020 21-25 March/2021	Md. Eskandar Hossain Senior Assistant Director (Vegetables & Spices)
7	Innovation in Public Service	5	1	08-12 November/2020	Dr. Md. Sayedur Rahman Deputy Director (Admin & Support Service)
8	Commercial Farm Management	5	1	15-19 November/2020	Deputy Director (Agonomy)
9	Good Governance	5	2	22-26 November/2020 03-07 January/2021	Dr. Md. Jamal Uddin Deputy Director (Plant Pathology)
10	Rules & Regulations for Organizational management	5	1	29 Nov.-03 Dec./2020	Md. Jamal Uddin Deputy Director (Entomology)
11	Value Chain Management of Commercially Important Hort. Crops	5	1	06-10 December/2020	Md. Mahmud Hasan Deputy Director (Horticulture)
12	Climate Smart Agriculture	5	1	20-24 December/2020	Dr. Md. Mayen Uddin Deputy Director (Food Technology)

Continue...

Sl. No	Title of the Course	Duration (Days)	No. of batch	Proposed Schedule	Course Co-ordinator
13	Human Resource Management (HRM)	5	1	27-31 December/2020	Mst. Mushfiqua Hasneen Chowdhury Senior Assistant Director (Soil Physics)
14	TOT on Teaching Methods/ Techniques	5	1	10-14 January/2021	S. M. Kaiser Shikder Deputy Director (Environment & AF.)
15	Soil Health Management	5	1	17-21 January/2021	Mohammad Abdul Hamid Deputy Director (Soil Science)
16	Seed Technology	10	1	24 Janu.-02 Feb./2021	Deputy Director (Agonomy)
17	Advanced ICT	10	1	07-16 February/2021	S. M. Kaiser Shikder Deputy Director (Environment & AF.)
18	Public Procurement Procedure	10	2	22 Feb.-03 March/2021 25 April-04 May/2021	Tahazul Islam Senior Assistant Director (Cereal &Cash Crop)
19	Eco-Friendly Plant Protection Techniques	10	1	07-16 March/2021	Dr. Md. Abdul Mazed Deputy Director (LR)
20	Integrated Water Resource Management in Agriculture	5	1	18-22 April/2021	Dr. Md. Aklas Uddin Deputy Director (Planning and Publication)
21	Good Agricultural Practices (GAP)	5	1	28 March-01 April/2021	Md. Mahmud Hasan Deputy Director (Horticulture)
22	Workshop/Seminar	1	3	i.December/2020	i. Dr. Md. Mayen Uddin Deputy Director (Food Technology)
				ii. February/2021	ii. Dr. Md. Jamal Uddin Deputy Director (Plant Pathology)
				iii. April/2021	iii. S. M. Kaiser Shikder Deputy Director (Environment & AF.)
23	In-house Training (category-A)				Md. Eskandar Hossain Senior Assistant Director (Vegetables & Spices)
24	In-house Training (category-B)				Md. Saiful Islam Senior Assistant Director (Horticulture Crop Disease)

নাটায় মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন

মুসফিকা হাসনীন চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর।

মুজিববর্ষ হলো বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য ঘোষিত বর্ষ। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে নাটার মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে সকল ফ্যাকাল্টিবৃন্দ ও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীসহ বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পন করা হয়। পরে মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এন-২৭তম এনএআরএস বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক দেয়ালিকা "অর্ঘপত্রে মুজিব" উন্মোচন করা হয়। নাটার সন্মানিত মহাপরিচালক বুনিয়াদি প্রশিক্ষাণার্থীদের এমন সৃজনশীল কাজের প্রশংসা করেন। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে A Seminar on "Life & Works of Bangabandhu for Celebrating Mujib Barsho" সকাল ১১.০০ ঘটিকায় শুরু হয়। সেমিনারে মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ আব্দুল মান্নান আকন্দ, ইউজিসি প্রফেসর ও সাবেক উপাচার্য, বশেমুরকৃবি, গাজীপুর। তিনি বঙ্গবন্ধুর বর্ণিল রাজনৈতিক জীবন, সামাজিক গুনাবলী, কৃতিত্ব ইত্যাদি উল্লেখ করে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও কর্মময় জীবন নিয়ে ডকুমেন্টারি, কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে সেমিনার শেষ হয়। নাটার সন্মানিত মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা সেমিনারে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনার শেষে নাটার জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করা হয় এবং এতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পন

দেয়ালিকা "অর্ঘপত্রে মুজিব" উন্মোচন

নাটা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুরে কর্মরত কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি নিজেরাও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। এতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণসহ সমসাময়িক বিষয়ে কর্মকর্তার আরো বেশি দক্ষ হয়ে ওঠেন। জানুয়ারি-জুন/২০২০ সময়ে নাটা'র কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ তথ্য নিম্ন ছকে দেয়া হলো।

নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়কাল
১	ড. মোঃ জামাল উদ্দিন উপপরিচালক (রোগতত্ত্ব)	Public Procurement Procedure	CPTU (IMED)	১১-২৮/০১/২০২০
২	মোঃ আবুল কালাম আজাদ সিনিয়র সহকারি পরিচালক (কৃষি যন্ত্রপাতি ও পানি ব্যবস্থাপনা)	Rural Invest Introductory Training Course: Introduction to formulation and analysis of Business Plans and Investment Projects.	RDA, Bogura	২-৬/০২/২০২০
৩	মোছাঃ শারমীন আখতার সিনিয়র সহকারি পরিচালক (হর্টিকালচার ক্রপ পেষ্ট)		RDA, Bogura	২-৬/০২/২০২০
৪	মোঃ সাইফুল ইসলাম সিনিয়র সহকারি পরিচালক (হর্টিকালচার ক্রপ ডিজিজ)		RDA, Bogura	২-৬/০২/২০২০
৫	শামসুন্নাহার সিনিয়র সহকারি পরিচালক (ফিল্ড ক্রপ ডিজিজ)		RDA, Bogura	২-৬/০২/২০২০

RDA, Bogura প্রশিক্ষণে অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে নাটার কর্মকর্তাবৃন্দ

শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯-২০২০

নাঈমা সুলতানা
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প "সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা" এবং অভিলক্ষ্য "রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।" তারই ধারাবাহিকতায় শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর ২০১৯ সালের অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে আগ্রহী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্ধারিত ছকে আবেদনের আহ্বান জানায়। আবেদনগুলো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের জারিকৃত 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭' এ বর্ণিত শুদ্ধাচার পুরস্কারের সূচকের আলোকে নাটার শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কমিটি মূল্যায়ন করেন। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরুপ গ্রেড ১-১০ ভুক্ত কর্মচারী জনাব মোছাঃ শারমীন আখতার, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (হর্টিকালচার ক্রপ পেষ্ট), নাটা, গাজীপুর এবং গ্রেড ১১-২০ ভুক্ত কর্মচারী জনাব ফেরদৌস আরা, ডেমোনেস্ট্রেটর (ল্যাব)-কে ২০১৯ সালের "শুদ্ধাচার পুরস্কার" প্রদান করা হয়। মনোনীত কর্মচারীদের পুরস্কার হিসেবে একটি সার্টিফিকেট এবং একমাসের মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।

শুদ্ধাচার পুরস্কার সনদ গ্রহণ করছেন জনাব মোছাঃ শারমিন আ
এবং জনাব ফেরদৌস আরা, ডেমোনে

N-২৭তম NARS বিজ্ঞানীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

মোছাঃ শারমিন আখতার
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর

২২ ফেব্রুয়ারি' ২০২০ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের NARS ভূক্ত ১১টি প্রতিষ্ঠানের মোট ৪০ জন বিজ্ঞানীর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এন-২৭তম NARS বিজ্ঞানীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সটি জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুরে উদ্বোধন হয়। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন উপলক্ষে নাটার হলরুম, কড়িডোর, ক্যাফেটারিয়া ও প্রধান ফটকে ব্যানার-ফেস্টুনের মাধ্যমে সাজানো হয় এবং অতিথি ও প্রশিক্ষণার্থীদের সু-স্বাগতম জানানো হয়। আড়ম্বরপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। পরিচিতি পর্ব শেষে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আবশ্য করণীয়-বর্জনীয়, মডিউলসমূহ, মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন কোর্স পরিচালক মোঃ জামাল উদ্দীন (উপপরিচালক, কীটতত্ত্ব), নাটা, গাজীপুর। তিনি প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য উপস্থাপন করেন।

ক্র.নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা মোট (জন)
১	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	৪
২	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৯
৩	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫
৪	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩
৫	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫
৬	বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫
৭	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	৩
৮	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	২
৯	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	২
১০	বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	১
১১	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১
মোট		৪০

প্রধান অতিথি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে প্রশিক্ষণার্থীরা এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে তাদের কি চাহিদা এবং প্রশিক্ষণ শেষে দেশ সেবায় কি ভূমিকা রাখবেন-তা জানতে চান। প্রশিক্ষণার্থীরা লিখিত আকারে প্রধান অতিথিকে তাদের মনোভাব তুলে ধরেন এবং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু সাঈদ মিঞা । অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়সহ NARS এর আওতাধীন দপ্তর সমূহের প্রধানগন, এন-২৭তম NARS বিজ্ঞানীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ম্যানেজমেন্ট টিম, নাটার সকল ফ্যাকাল্টিসহ অন্যান্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন শেষে অতিথিদের সাথে ফটোসেশনে প্রশিক্ষণার্থীরা

DG's Tea

নিলুফা আক্তার
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ ৪০ (চল্লিশ) জন বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে ০৪ (চার) মাস ব্যাপী এন-২৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়। এই প্রশিক্ষণের একটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান হলো মহাপরিচালক মহোদয়ের চা অর্থাৎ ডিজি'স টি। আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে গত ১০ মার্চ, ২০২০ তারিখ বিকেল ৩.৩০ ঘটিকার সময় জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর কড়ই তলার সবুজ লনে ডিজি'স টি অনুষ্ঠিত হয়। নাটা'এর সম্মানিত মহাপরিচালকসহ অন্যান্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার, এন-২৭ NARS বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সকল প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ এই আয়োজনে স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল কর্মকর্তাবৃন্দ কুশলাদি বিনিময়ের পাশাপাশি তাদের অভিজ্ঞতা, আগ্রহ, ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পরিবার-পরিজনের গল্পের মাধ্যমে টি পার্টিকে মিলনমেলায় পরিণত করে। ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা, মহাপরিচালক, নাটা মহোদয় তার বক্তব্যে বলেন, DG's Tea এর মাধ্যমে ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের হৃদ্যতা বাড়বে এবং চার মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীরা নাটা পরিবারের সাথে নিজেদের একাত্ম করে নিবে। তবে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের Manner & Etiquette অবশ্যই মেনে চলতে হবে। পড়ন্ত বিকেলে কড়ই গাছের আধো ছায়া আধো আলোতে সবাই ছোট ছাট দলে ভাগ হয়ে চা আর গল্পে গল্পে ভরে তোলে পরিবেশ আর সমাপ্তি হয় এক আনন্দ মেলার।

Dg's Tea এর কিছু খন্ড চিত্র

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

আবুল কালাম আজাদ
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	:	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর
প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (স্থানীয় মুদ্রায়)	:	৫২৮৮.৪৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) (আরডিপিপি) এল.জি.ই.ডি.-৩৯৮৮.৮২ লক্ষ টাকা (৭৫.০০%) নাটা- ১২২০.৬২ লক্ষ টাকা (২৫.০০%)
প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	:	অক্টোবর ২০১৫- জুন ২০২১ খ্রি.
একনেক কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন	:	৫ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন	:	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন	:	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা	:	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

- ❖ জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদির আধুনিকায়ন।
- ❖ মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের উপযোগী করার জন্য একাডেমির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন।
- ❖ জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির অনুষদ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- ❖ একাডেমির অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৩ তলা আধুনিক ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ৬ তলা ডরমিটরি, ২ তলা ডিজি বাংলো, ৪ তলা মেডিকেল সেন্টার, গেস্ট হাউজ, অফিসার্স ডরমিটরি ও ডে-কেয়ার সেন্টারসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ।
- ❖ বিদ্যমান ডরমিটরি, অফিস ভবন, আবাসিক ভবন ও লেবার শেড মেরামত এবং অডিটরিয়াম আধুনিকায়ন ও ক্যাফেটেরিয়া সম্প্রসারণ।
- ❖ মানসম্পন্ন আধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি করার জন্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী, অফিস সরঞ্জাম, ইলেকট্রিক সামগ্রী, আসবাবপত্র এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়।
- ❖ নেটওর্য়াকিং এবং বই/সাময়িকী/জার্নাল ক্রয়।
- ❖ ১টি জীপ, ২টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ১টি মাইক্রোবাস, ১টি বাস এবং ১টি মটরসাইকেল ক্রয়।
- ❖ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ আয়োজন।

২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের রাজস্ব খাতে ৩৮১.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধনখাতে ৯৬৭.০০ লক্ষ টাকা সর্বমোট ১৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মধ্যে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১৫৮.০০ লক্ষ টাকা (৮৫.৯০%) নির্মাণ ও মেরামত কাজের ভৌত অগ্রগতি ৮৬%। যে সকল কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে সেগুলি হলো- আবাসিক অনাবাসিক ভবন (অফিস), ডরমিটরি রিমডেলিং, ডরমিটরি রিনোভেশন, রাস্তা মেরামত (আবাসিক), ট্রেনিং কমপ্লে আর.সি.সি রোড (ফার্ম রোড টু বাউন্ডারি ওয়াল), ফার্মরোড, আর.সি.সি সারফেস ফার্ম ড্রেন, সাবমারসিবল পাম্প স্থা বাউন্ডারি ওয়াল।

চলমান কাজগুলি হলো- লেবার শেড, বাউন্ডারি ওয়াল (অফিস), বাউন্ডারি ওয়াল (আবাসিক), ডিজি বাংলো, ডরমিটরি নির্মাণ, মেডিকেল সেন্টার কাম ডে কেয়ার সেন্টার কাম গেস্ট হাউজ কাম অফিসার্স ডরমিটরি, আর.সি.সি (লিংক রোড টু বিল্ডিং), করিডোর, মেইন গেইট, রিসিপশন কর্নার, এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন।

আগামী অর্থবছরে (২০২০-২১) যে সমস্ত কাজ গুলি বাস্তবায়ন হবে- অডিটরিয়াম আপগ্রেডেশন, ক্যাফেটেরিয়া এক্সটেনশন, আর.সি.সি রোড (অফিস ইন্টারনাল রোড) ড্রেনসহ, আর.সি.সি সারফেস ড্রেন (৪ ফুট স্লাব সহ)।

নবনির্মিত ট্রেনিং কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়

"এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয় প্রশিক্ষণ নাটায় অনুষ্ঠিত

আনোয়ারুল ইসলাম জুয়েল
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর।

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) সমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় "এটিআই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ নাটায় অনুষ্ঠিত হয়। দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে টিচিং মেথড, গণকর্মচারীদের শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, পরিবেশ বান্ধব ফসল সুরক্ষা পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মোট চার ব্যাচে ১০০ (একশত) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ব্যাচ নম্বর	তারিখ	মোট প্রশিক্ষণার্থী	পুরুষ	মহিলা
০১	০৮-১০ ফেব্রুয়ারি/ ২০২০	২৫ জন	১৮ জন	০৭ জন
০২	০৮-১০ ফেব্রুয়ারি/ ২০২০	২৫ জন	১৫ জন	১০ জন
০৩	২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি/ ২০২০	২৫ জন	১৬ জন	০৯ জন
০৪	২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি/ ২০২০	২৫ জন	১৯ জন	০৬ জন

প্রশিক্ষণ শেষে মহাপরিচালকের নিকট থেকে সনদ গ্রহণ করছেন একজন প্রশিক্ষণার্থী

NATA Training Management Information System

ড. মোঃ ছাইদুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)
নাটা, গাজীপুর

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি এপেক্স ট্রেনিং একাডেমি। কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনে উৎকর্ষের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার প্রত্যয় নিয়েই নাটা গঠন করা হয়। এতদউদ্দেশ্যে এখানে ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী বিষয়ের উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া নাটাতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, ইনডাকশন প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন ধরণের স্পনসর্ড প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। রূপকল্প ২০২১ কে সামনে রেখে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজেশন করা সময়ের দাবী মাত্র। এ উদ্দেশ্যে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও যুগপযোগী করার লক্ষ্যে নাটাতে চালু করা হয়েছে Training Management Information System (TMIS) যার URL: tmis.nata.gov.bd

Training Management Information System (TMIS) এর প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ
Online Training Registration for Participant & Resource Person.

1. Online Certificate Issue.
2. Online Release Order Issue.
3. E-mail notification for Successful Training Registration.
4. Dormitory Management & Online Room Booking.
5. Dashboard for user & Admin.
6. Login System for user & Admin.
7. Admin Panel.
8. Photo gallery.

অনলাইন ট্রেনিং রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিঃ

রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করার জন্য আপনার যে সমস্ত তথ্য প্রয়োজন পড়বেঃ

ক) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর

খ) মোবাইল ও ভ্যালিড ইমেইল আইডি

গ) পোস্ট কোড এবং ব্যক্তিগত ও চাকুরী সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাবলী।

রেজিস্ট্রেশনের নিয়মাবলীঃ

০১. www.nata.gov.bd ওয়েবসাইটে দেয় লিংককৃত 'অনলাইন ট্রেনিং রেজিস্ট্রেশন' এ ক্লিক করুন অথবা সরাসরি tmis.nata.gov.bd এ ভিজিট করুন।

০২. নতুন প্রশিক্ষণার্থীদের ক্ষেত্রে 'রেজিস্ট্রেশনে' ট্যাবে ক্লিক করুন, পূর্বে রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ 'লগ ইন' ট্যাবে ক্লিক করুন।

০৩. নতুন প্রশিক্ষণার্থীদের ক্ষেত্রে Registration (First Step) এর নীচে একাউন্ট টাইপ বা রোল এ আপনার টাইপ 'Participant' নির্বাচন করুন এবং 'Next Step' এ ক্লিক করুন।

০৪. সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ফর্মটি পূরণ করুন। সার্ভিস আইডি এর ক্ষেত্রে কোন আইডি না থাকলে N/A লিখতে হবে।

০৫. সকল তথ্য দেবার পরে আপনার ইচ্ছামতো তবে সর্বনিম্ন আট ডিজিটের পাসওয়ার্ড সেট করুন এবং সাবমিট করুন। এটি আপনার ইমেইলের কোন পাসওয়ার্ড নয়, আপনার ইচ্ছামতো আট ডিজিটের হতে পারে। পরবর্তী সময়ে নাটাতে অন্য কোন প্রশিক্ষণে আসলে এই পাসওয়ার্ড প্রয়োজন পড়বে। কোন কারণে পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে 'Forget your password' এ ক্লিক করে সেটা পুনরুদ্ধার করতে পারবেন।

০৬. ছবি থাকলে আপলোড করুন (আবশ্যক নয়) এবং অত:পর যে কোর্সের জন্য প্রশিক্ষণে মনোনীত হয়েছেন, সেটি নির্বাচন করুন।

০৭. রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার পরে যদি কোন তথ্য পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়, তবে এডিট প্রোফাইলে গিয়ে তথ্য পরিবর্তন করতে পারবেন।

০৮. যারা পূর্বে আমাদের এই নতুন সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন করেছেন, তারা সরাসরি 'Log in' এ ক্লিক করুন এবং যে কোর্সের জন্য মনোনীত হয়েছেন, সেটা নির্বাচন করুন।

০৯. উল্লেখ থাকে যে, একই প্রশিক্ষণার্থী একই বিষয়ের প্রশিক্ষণ কোর্সে দুই বছরের মাঝে পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন না।

১০. সফলভাবে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার পরে, আপনার বরাদ্দকৃত রুম নং সহ একটি ম্যাসেজ আপনার ইমেইলে যাবে।

১১. সকল তথ্য সঠিকভাবে পূরণ করুন, এই তথ্যাবলী ব্যাবহার করে আপনার সনদপত্র এবং রিলিজ লেটার ইস্যু করা হবে।

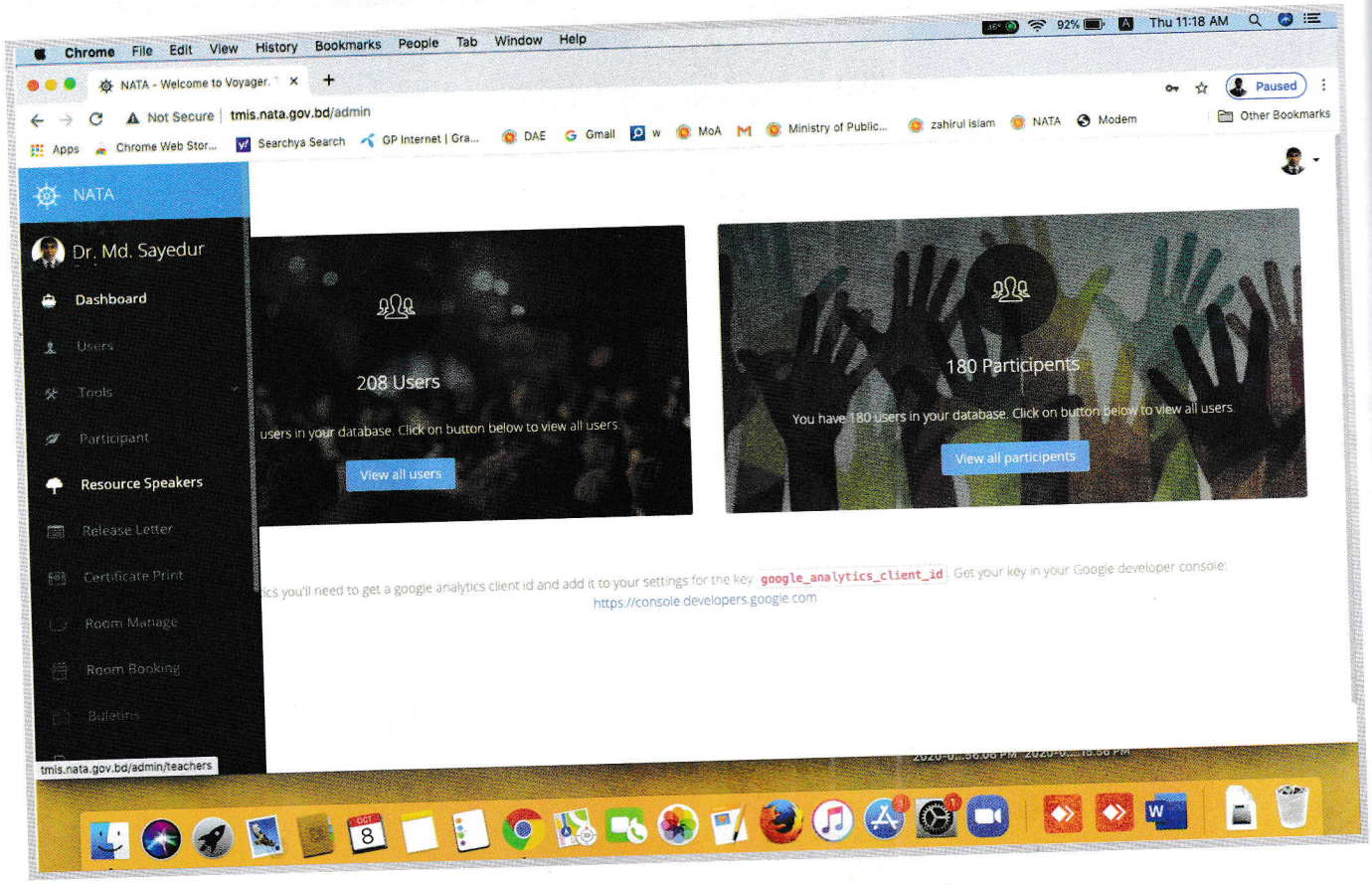

বর্জ্য থেকে জৈব সারঃ নাটা'র সম্ভাবনা ও সক্ষমতা

মোঃ শরিফ ইকবাল
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর।

মানুষ তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি এবং উন্নত জীবন যাত্রার মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সম্পদের সমাবেশ ঘটায় এবং এ সম্পদের রূপান্তরের মাধ্যমে তার প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। এ কর্ম প্রক্রিয়ায় নানা রকম বর্জ্য পরিবেশে বিযুক্ত হয়। এছাড়া মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপের ফলে প্রতিনিয়তই বাড়ি-ঘর, হাসপাতাল, হাঁটবাজার, কসাইখানা, শিল্প-কারখানা প্রভৃতি থেকে নানা প্রকার বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে। ছেঁড়া কাগজ, কাপড়, চট, শুকনা ও পঁচা ঘাসপাতা, পরিত্যক্ত টায়ার, তরিতরকারীর পরিত্যক্ত অংশ, ফলমূল, পলিথিন ব্যাগ, শিশি-বোতল, কন্টেইনার এরকম বহু পচনশীল ও কঠিনবর্জ্য তৈরী হয় যা মানুষের জীবন যাত্রায় প্রভাব ফেলে। অসচেতনতা ও প্রাতিষ্ঠানিক অব্যস্থাপনার কারণে নাগরিকগণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এসব বর্জ্য যত্রতত্র নিক্ষেপ করে যা পরিবেশকে নোংরা করাসহ নানা রকম রোগ-জীবাণু ছড়ায়। জানালা দিয়ে মাথার চুল থেকে শুরু করে ডাব, কলার খোসা ছুড়ে ফেলতে দেখা যায়। নিজের সমাজ বা পাড়া সম্বন্ধে আপন বোধ নেই বেশির ভাগ মানুষেরই। ময়লা বাড়ির বাইরে কোথাও একটা জায়গায় ফেলে দিলেই যেন দায়িত্ব চুকে গেল। বসতবাড়ি, স্কুল-কলেজ, শিল্প কারখানা থেকে হাজার হাজার টন নির্গত এসব বর্জ্যের স্বাস্থ্যসম্মত অপসারণ অপরিহার্য। বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতি সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

নাটা আবাসিক এলাকা থেকে কিচেন বর্জ্য সংগ্রহ করছেন আনছার আলী

বর্জ্য পদার্থের আধুনিক ও নিরাপদ অপসারণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা বাংলাদেশের অন্যতম পরিবেশগত সমস্যা। দ্রুত উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা সাধারণ জনগণের অসচেতনতা, যা বাধাগ্রস্থ করছে সকল ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেসকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের একটি। কোন এক পর্যটক বাংলাদেশ থেকে ঘুরে যাওয়ার সময় নাকি বলেছিলেন, সমগ্র ঢাকা শহরই একটি বড় আকারের ডাস্টবিন। এ অপবাদ ঘুচানোর প্রচেষ্টা বাংলাদেশে অব্যহত আছে, তবে তা প্রয়োজন ও পরিস্থিতির তুলনায় মোটেই যথেষ্ট নয়। দেশে বর্ধিত জনসংখ্যার সঙ্গে সমান তালে বেড়ে চলেছে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যাও। বর্তমানে বাংলদেশে বর্জ্য সৃষ্টির পরিমাণ প্রতি বছর প্রায় ২২.৪ মিলিয়ন টন, অর্থাৎ মাথাপিছু ১৫০ কিলোগ্রাম। এ হার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এভাবে চলতে থাকলে, ২০২৫ সালে দৈনিক প্রায় ৪৭ হাজার ৬৪ টন বর্জ্য উৎপন্ন হবে। এতে করে মাথাপিছু হার বেড়ে দাঁড়াবে ২২০ কিলোগ্রাম। আর তাই, এখনই প্রয়োজন সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া।

বর্তমানে সময়ে আধুনিক জীবনযাপনে ব্যবহৃত অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, প্যাকেটজাত খাবারের কৌটার ব্যবহারে পুরো বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে রোগ বিস্তারকারী ব্যাকটেরিয়া ও বিষাক্ত ধাতব পদার্থগুলো জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে চলেছে। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াজনিত, খাদ্যাভাবজনিত রোগসহ নানান জটিল ও অপরিচিত রোগ বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে বায়ু দূষণের কারণে বাংলাদেশে ২২ শতাংশ মানুষ বাতাসে ভাসমান বস্তুকণা ও ৩০ শতাংশ মানুষ জ্বালানি সংশ্লিষ্ট দূষণের শিকার। বায়ু দূষণ ছাড়াও বর্জ্য অব্যবস্থাপনা মাটির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করছে যা ভূমিক্ষয়সহ মাটির গুণগত পরিবর্তন ঘটায় ও এর বন্ধনকে দুর্বল করে। এতে প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্যও বিনষ্ট হয়। গৃহস্থালি আবর্জনা, শিল্প ও কৃষিখামারের বর্জ্য এবং মানুষ ও পশুর মলমূত্র থেকে প্রতিনিয়ত ঘটছে পানিদূষণ। শিল্প ও পৌর বর্জ্য বাংলাদেশের নদী ও জলাশয়গুলোকেও দূষিত করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

আমাদের দেশে এখনও বর্জ্যের পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে ডাম্পিং পর্যন্তই স্থির হয়ে আছে। বর্জ্যের পরিকল্পিত কোনো ব্যবহার নেই এ দেশে। বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার অধিকাংশেরই সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ নেই, ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়ছে। বাংলাদেশে বড় শহর যেমন ঢাকায় বর্জ্য সংগ্রহ করার হার মাত্র ৩৭%। যেসব বর্জ্য সংগ্রহ করা হয় না, সেগুলো অশোধিত অবস্থায় পরিবেশে মুক্ত হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকায় প্রতিদিন ৬,১১০ টন গৃহস্থালি বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে, যার ৯৭ শতাংশই জৈব পদার্থ বাকি তিন শতাংশ বর্জ্য অজৈব। মেডিকেল এবং মেডিকেল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে ১,০৫০ টন ও রাস্তাঘাট থেকে চারশ মেট্রিক টন বর্জ্য তৈরি। শহরাঞ্চলে উৎপাদিত বর্জ্যের ৭৬ ভাগই রিসাইকেল যোগ্য। তবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পুরোটাই আস্তাকুড়ে ফেলে দেয়া হয়। উন্নত বিশ্বে বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা চালু আছে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দেশের আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

যে সকল উপাদান একত্রে মিশে আবর্জনা তৈরি হয় সেগুলো চিহ্নিতকরণ এবং এগুলোর (শতকরা) অনুপাত নির্ণয়ের জন্য ডাস্টবিন/আবর্জনা ফেলার স্থান থেকে সদ্য ফেলা আবর্জনার নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলোকে উপাদান অনুযায়ী ভাগ করা হয় এবং প্রতিটা ভাগের ওজন ও আয়তন পরিমাপ শতকরা হিসাবে দেখা যায়:

আবর্জনার উপাদান	বাংলাদেশ (ঢাকা)	ভারত	ইউরোপ
খাবার ও তরকারী	৭০	৭৫	৩০
কাগজ ও কাগজজাত সামগ্রী	৪	২	২৭
প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ	৫	১	৩
পুরনো ছেঁড়া কাপড়	-	৩	৩
ধাতব পদার্থ	০.১৩	০.১	৭
কাচ ও সিরামিক	০.২৫	০.২	১১
কাঠ	০.১৬	-	-
বাগানের ময়লা	১১	-	৪ - ৬
অন্যান্য	৫	৭	৩
জলীয় অংশ	৬৫	২২ - ৩২	১৫ - ৩৫

(তথ্যসূত্র: আহমেদ এবং রহমান, ২০০০, Water Supply and Sanitation, ITN-Bangladesh)

এ বিশ্লেষণ থেকে লক্ষ্যণীয় যে, এলাকাভেদে ময়লার আংশিক অণুপাত ভিন্ন হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই এই বৈশিষ্ট্যের কারণে ময়লা ফেলা ও ব্যবস্থাপনার লাগসই প্রযুক্তি/উপায়ও ভিন্ন হবে।

গৃহস্থালীর বর্জ্যকে না পুড়িয়ে বা ডাম্পিং না করে তা দিয়ে কম্পোস্ট বা জৈব সার করার সম্ভাবনা আছে কিনা তা জানার জন্য জলীয় অংশ বের করে আংশিক বিশ্লেষণ করা হয়। এতে ১০০০ কেজি আবর্জনা কে আংশিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায়।

আবর্জনার উপাদান	আংশিক বিশ্লেষণপ্রাপ্ত ওজন	জলীয় অংশ	হিসাব করা শুকনা ওজন
খাবার বর্জ্য	১৫০ কেজি	৭০%	৪৫ কেজি
কাগজ	৪৫০ কেজি	৬%	৪২৩ কেজি
কার্ডবোর্ড	১০০ কেজি	৫%	৯৫ কেজি
প্লাস্টিক	১০০ কেজি	২%	৯৮ কেজি
বাগানের ময়লা	১০০ কেজি	৬০%	৪০ কেজি
কাঠ	৫০ কেজি	২০%	৪০ কেজি
টিনের ক্যান	৫০ কেজি	২%	৪৯ কেজি
		মোট শুকনা ওজন =	৭৯০ কেজি

এ তথ্য থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, খাবারের ও বাগানের বর্জ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় এসকল বর্জ্য দিয়ে খুব সহজেই পচনশীল কম্পোস্ট করা সম্ভব।

বর্তমানে বাংলাদেশে, বিশেষত শহরাঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন এজেন্সি (JICA) এবং ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় সিটি কর্পোরেশন ও শহরাঞ্চলে বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করেছে। এতদসত্ত্বেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে, এসব উদ্যোগ নিতান্তই অপ্রতুল। এক্ষেত্রে, সাধারণ জনগণকে এ কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। উন্নত দেশের উদাহরণ অনুসরণ করা যেতে পারে। সাধারণত স্থানীয় বা পৌরকর্তৃপক্ষ আবাসিক বা প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা থেকে উৎপন্ন অবিষাক্ত ময়লাসমূহের জন্য ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। অপরপক্ষে বাণিজ্যিক বা শিল্প এলাকার অবিষাক্ত ময়লাগুলো ঐ ময়লা উৎপন্নকারীদেরকেই ব্যবস্থাপনা করতে হয়।

উন্নত বিশ্বে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও উন্নত। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে এশিয়ারই দেশ জাপানের প্রেক্ষাপট। এখানে বর্জ্য ফেলা হয় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে। একেক ধরনের বর্জ্য ফেলার জন্য একেক ধরনের পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। দৈনিক রান্নাঘরের দাহ্য আবর্জনা ফেলা হয় স্বচ্ছ ৪৫ লিটার সাইজের পলিথিনের ব্যাগে। এ ব্যাগের লেখাগুলো লাল। পানীয় পেট বোতল ফেলা হয় নীল রং এর ছবি ছাপা ব্যাগে। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাগে ঢোকানোর কারণ হল এসব আবর্জনাই আবার রিসাইক্লিং করা হয় এবং সে সময় যেন এগুলোকে পৃথক করতে পুনরায় লোকবল না লাগে যা জাপানে খুবই ব্যয়বহুল। এই আবর্জনার মধ্যে রান্নাঘরের বর্জ্য দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। ব্যবহৃত পেট বোতল থেকে তৈরি করা হয় নতুন পেট বোতল; আর ব্যবহৃত প্লাস্টিক বর্জ্য দিয়ে নতুন প্লাস্টিক। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাগে জিনিস না ভরা হলে ময়লা যারা সংগ্রহ করেন তারা ঠিকই তা বের করে ফেলতে পারেন যে, কোন ফ্ল্যাট থেকে নিয়ম ভাঙ্গা হচ্ছে। এ অপরাধে জরিমানা করা হয় মোটা অংকের টাকা। প্রতিটি লোকালয়, অফিস, দোকান বা স্টেশন যেখানে ডাস্টবিন আছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাগগুলো সেখানে রেখে আসতে হয়। তাদের স্কুলের খুদে ছাত্ররাই স্কুল পরিস্কার করে, বাগান করে যেন ছোটোবেলা থেকেই তাদের এ ধারণা মনে গেঁথে যায় যে, আমি যেখানে থাকি, যেখানে পড়ি, যেখানে কাজ করি, সেটা পরিস্কার করার দায়িত্ব শুধুই আমার, আর কারো না। যার ফলে তাদের স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত তো অবশ্যই, এমনকি রাস্তাঘাট, পার্ক, পাবলিক প্লেস থাকে পরিচ্ছন্ন, পটে আঁকা ছবির মতো ঝকঝকে পরিস্কার।

বর্জ্য নিয়ে দুটি কথা চালু আছে। প্রথমটি হলো- আজকের বর্জ্য আগামীকালের সম্পদ। আর দ্বিতীয়টি হলো- আবর্জনাই নগদ অর্থ। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় উন্নত দেশগুলোতে। উদাহরণস্বরূপ, সুইডেন ও নরওয়েতে বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহারযোগ্য অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে এবং এ ব্যবসাটি সেখানে অত্যন্ত লাভজনক। বিশ্বে বর্জ্য দিয়ে ব্যবসা করে সফল হয়েছেন অনেক তরুণ উদ্যোক্তা। তাদের মধ্যে অন্যতম নাইজেরিয়ার বিলিকিস আদেবিয়ি আবিওলা। যুক্তরাষ্ট্রে এমবিএ করার পর নিজ দেশের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত শহর লাগসের ময়লা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন 'উইসাইকেলার্স' নামে। তাদেরকে আবর্জনা দেয়ার মাধ্যমে স্থানীয়রা 'উপহার' পেয়ে থাকেন। আর আবিওলার কোম্পানি ঐ আবর্জনা থেকে বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে। পুনরাবর্তনের কাজে লাভজনকভাবে নারকেল, ধান, কলা, কৃষিজাত, পৌর এবং শিল্পজাত বর্জ্য ব্যবহার করা যায়। জাপানে প্রতি ১ লাখ লোকের পৌর বর্জ্য থেকে ৪ লাখ রোল টয়লেট পেপার তৈরি করা হয়।

অল্প ক'বছরের মধ্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন করে পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সফল সিঙ্গাপুর। আমরাও উন্নত বিশ্বের সুন্দর সুসজ্জিত হবার স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নের সফল বাস্তবায়নের জন্য উন্নত বিশ্বের মানুষদের মতো আচরণে পরির্তন আনতে হবে যা সহজে বদলায় না। এখানেই আসছে নানা স্তরে আচরণের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান আর নিয়ম অমান্যে জরিমানার ব্যবস্থা করার প্রসঙ্গ। ময়লা কোথায় আর কীভাবে ফেলতে হবে আর কেনই বা সে রকমভাবে ফেলতে হয় তার শিক্ষা আমাদের স্কুল-সিস্টেম থেকে অফিস-কাছারি-সর্বত্র শেখাতে হবে। আর ঠিক এ জায়গায় কাজ করে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)।

বাংলাদেশে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে কৃষি সংশ্লিষ্ট দপ্তর, এমনকি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ নিতে আসা দেশের প্রথম শ্রেণির নাগরিকদের প্রশিক্ষিত করতে পারে নাটা। নাটার ডাইনিং আর আবাসিক এলাকায় বসবাসরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাসভবন থেকে প্রতিদিন সংগৃহীত হয় কম্পোস্ট উপযোগী গৃহস্থালী বর্জ্য। নাটার সবুজ ক্যাম্পাসের আগাছা ও গাছের উচ্ছিস্টাংশ মিলিয়ে এ গৃহস্থালী বর্জ্য দিয়ে প্রস্তুত করা যাবে জৈব সার যা ব্যবহার করা যাবে নাটারই ফুল-ফল চাষে, আবাদযোগ্য জমিতে। প্রয়োজন পড়বে ক্যাম্পাসের একটি প্রান্তে অল্প খরচে শেড করে কম্পোস্ট করার উপযোগী করে তোলা। আবাসিক এলাকা থেকে বর্জ্য সংগ্রহের সময় পচনশীল এবং প্লাস্টিক ও ধাতুর বর্জ্য আলাদা ভাবে সংগ্রহ করতে হবে যা খুবই সহজ ও ব্যয়হীন প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে 'ইন হাউজ' প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদা করা যেতে পারে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণ থেকে শিখতে পারবেন অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য তৈরি থেকে বিরত থাকা, বর্জ তৈরির হার কমিয়ে আনা, পুনঃব্যবহার করা, রিসাইক্লিং এবং পরিশোধনের পদ্ধতি সম্পর্কে। ফলে ব্যবহার্য্য বস্তু এবং যা বর্জ হিসেবে ফেলে দিবে তার প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরী হবে। এতে করে তারা কম বর্জ্য ফেলবে এবং বেশী হারে পুনঃব্যবহার রিসাইক্লিং কার্যক্রমে স্বতস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করবে। নাটার ছিমছাম, সুন্দর ও স্বল্প পরিসরের পরিবেশে এ প্রক্রিয়ার সফ বাস্তবায়ন অবশ্যই সম্ভব। ফলস্বরূপ, নাটা চত্বর থাকবে পরিচ্ছন্ন, আর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট হ অনুসরণীয়। এ প্রক্রিয়া চালু হলে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে মিডিয়া যেহেতু ভিন্নধ ও সফলতার সংবাদ বহুল প্রচার করে থাকে, তারাও এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাবে। এতে করে নাটার সংশ্লিষ্ট সকলে উৎসাহি হবে। পাশাপাশি অন্যান্য সমধর্মী প্রতিষ্ঠানও এ প্রক্রিয়া অনুসরণের প্রচেষ্ঠা চালাবে। শুধু তাই নয়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সফ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বেশ কয়েকটি বিষয় অর্জনে সহায়ক হবে, যেমন-টেকসই নগর জনপদ (এসডিজি গোল নং-১১), সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (এসডিজি গোল নং-৩), শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (এসডি গোল নং-৮), জলবায়ু কার্যক্রম (এসডিজি গোল নং-১৩), পরিমিত ভোগ ও টেকসই উন্নয়ন (এসডিজি গোল নং-১২), নিরা পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন (এসডিজি গোল নং-১৬)।

নাটা ক্যাম্পাসের ঘাস কেটে পরিস্কার করা হচ্ছে

পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলা এবং বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এখন সম দাবি। বর্জ্য বা অপদ্রব্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকর্তৃক বর্জ্য সংরক্ষণ, নিরপেক্ষায়ন, নিষক্রীয়করণ অথবা প্রক্রিয়াজাতকরণ ব ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন নতুন জিনিস বানানো উচিত। বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সক্রিয় রাখতে দেশের আপামর জনগণ সচেতন করে তোলার কোনো বিকল্প নেই। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আইন প্রণয়ন করে তার সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে পরিবেশ সুরক্ষায় আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। কেননা, আমাদের দেশে প্রচলিত আইন না চলার একটি প্রবণতা বরাবরই লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের শহরে উৎপাদিত বর্জ্যেরে স্বাস্থ্যসম্মত অপসারণের পাশা এগুলোর লাগসই পুনরাবর্তন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এর মাধ্যমে শিল্প স্থাপন করে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের মাধ্যমে দে চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপর্জনের পাশাপাশি অসংখ্য বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থ সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থকে লাভজনক পণ্যে রূপান্তরিত করা যায় সহজেই, প্রয়োজন শুধু উদ্যোগ, আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম।

সূত্র: ইন্টারনেট

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নাটা চত্বরে বৃক্ষরোপণ

মোঃ শরিফ ইকবাল
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর

মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশব্যাপী ১কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ করা হবে। জাতীয় ভাবে এ মহান উদ্যোগের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে নাটার কর্মপরিকল্পনায় আছে জুন-জুলাই, ২০২০ সময়ে ক্যাম্পাসে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সুচারু রূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নাটার ফুড টেকনোলজি বিভাগের উপপরিচালক ড. মোঃ মঈন উদ্দিন মহোদয়কে আহ্বায়ক করে গঠন করা হয় ছয় সদস্যের কমিটি। একাডেমির মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা মহোদয়ের নির্দেশনায় আহ্বায়ক কমিটির পরিকল্পনায় নাটার অফিস ক্যাম্পাস ও আবাসিক এলাকায় রোপণ করা হয় বৃক্ষের চারা। নাটা'র খামার এলাকায় রাস্তার পাশে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে তালের চারা রোপাণ করে এ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন একাডেমির সম্মানিত মহাপরিচালক। তাল, সুপারি, নিম, দারুচিনি, আলু বোখারা, বেল, কদবেল, আমড়া, পেঁপে, লেবু, পেয়ারা'র উন্নত জাতের ৮ শতাধিক চারা রোপণ করা হয়। এসকল চারার দেখভালে ও পরিচর্যায় নিয়োজিত আছেন নাটার নিবেদিত শ্রমিকগণ। অতিযত্নে রোপণকরা এসকল চারা বেড়ে উঠে বৃক্ষরাজিতে পরিণত হয়ে সৌন্দর্য বর্ধনের পাশাপাশি একাডেমি ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে ৪শত তালের চারা সঠিক ভাবে বেড়ে উঠলে অদূর ভবিষ্যতে নাটা ক্যাম্পাসসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য বজ্রপাত নিরোধে বর্ম হিসেবে কাজ করবে তারা। মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহীত নাটার এ মহতি উদ্যোগ হবে সফল, সার্থক।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচি উদ্বোধন করছেন ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা, মহাপরিচালক, নাটা

নাটায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও নাটার খামার উন্নয়ন কর্মসূচির সমাপ্তি

মোঃ তাহাজুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর এর ক. খামারের আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে ফলিত গবেষণা প্রদর্শনী স্থাপন করে প্রশিক্ষণে ব্যবহারিক ক্লাসকে সজীব (লাইভ) করা। খ. আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষি প্রযুক্তি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে সম্প্রসারণ। গ. সর্বোপরি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)-এর Goal-1 : Target 1.1; Goal-2: Target 2.1, 2.3, 2.4; এবং Goal-12: Target 12.3; Goal-15: Target 15.3 অর্জনে অবদান রাখার লক্ষ্যে কর্মসূচিটি প্রনয়ণ করা হয়-যার প্রাক্কলিত ব্যয় ১১২.৭৫ লক্ষ টাকা। কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ১১২.৭৫ লক্ষ টাকা হলেও মোট ছাড়কৃত অর্থ ছিল ৯২.১৫১ লক্ষ টাকা-যার মধ্যে মোট খরচ ৮৬.৩৫ লক্ষ টাকা। ছাড়কৃত অর্থের ব্যয়ের হার ৯৩.৭১%। কর্মসূচিটি জুলাই ২০১৭ হতে শুরু হয়ে জুন ২০২০ এ শেষ হয়। কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের ফলে খামারের আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে ফলিত গবেষণা প্রদর্শণী স্থাপন করে প্রশিক্ষণে ব্যবহারিক ক্লাসকে সজীব (লাইভ) করে জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষি প্রযুক্তি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে সম্প্রসারণের ফলে টেকসই কৃষি উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মোঃ তাহাজুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (দানাজাতীয় ও অর্থকরি ফসল), নাটা, গাজীপুর কর্মসূচি পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বঙ্গবন্ধুর কৃষি ভাবনা ও নাটা

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নাটা, গাজীপুর

পুরো ক্লাস জুড়ে পিনপতন নিরবতা। সবাই খুব মনযোগী। কারণ একটাই "বঙ্গবন্ধু"। একজন বীর প্রতীক সেশন পরিচা করছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও তাঁর যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা সুন্দরভাবে বর্ণনা করছিলেন। 'বঙ্গবন্ধু 'বাংলাদেশ' – দুটি নাম, একটি ইতিহাস। এক এবং অভিন্ন সত্ত্বা। যেন মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। তিনি বাংলাদেশের স্বাধী সংগ্রামের পথিকৃৎ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু যে কতটুকু অনুপ্রেরণাদায়ক ছিলেন সবার মাঝে তা তিনি বলছিলেন। না পুরো ক্লাসরুমটা যেন একটা বাংলাদেশ। সকল প্রশিক্ষণার্থীরা যেন মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়টাকে অনুভব করছিলেন। আর অনু করছিলেন জাতির জনকের সেই ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। আমার মনে পড়ে গেল বঙ্গবন্ধু সম্প কবি রফিক আজাদের (এই সিঁড়ি) একটি উদ্ধৃতি--এ দেশের যা-কিছু তা হোক না নগন্য, ক্ষুদ্র; তাঁর চোখে মূল্যবান ছি নিজের জীবনই শুধু তাঁর কাছে খুব তুচ্ছ ছিল; স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে পড়ে আছে বিশাল শরীর...।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে অনুষ্ঠিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে Bangabandhu Studies মডিউলের ব বলছিলাম। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ নিয়ে মোট আটটি সেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের বি ধারণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু যেমন সোনার বাংলা দেখতে চেয়েছিলেন, তেমন সোনার বাংলা বি-নির্মাণে বিজ্ঞানীদের গবেষ ক্ষেত্র কেমন হওয়া উচিত তার সম্যক ধারণা প্রশিক্ষণার্থীরা শুরুতেই পেয়ে যান।

কবি নির্মলেন্দু গুণের মতো করে বলবো...
একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্যে কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা মানুষের:
কখন আসবে কবি? কখন আসবে কবি?
শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে, রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন,
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল, হৃদয়ে লাগিল দোলা,
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা, কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী ?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি:
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের... বিনম্র শ্রদ্ধা জাতির জনকের প্রতি। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রচন্ড রকম দুরদর্শী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝেছিলেন গতানুগ কৃষি ব্যবস্থা দিয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধমান দেশের মানুষের খাদ্যের যোগান সম্ভব নয়। সেজন্য অন্যান্য খাতের চেয়ে কৃষিকে গুরুত্ব দিয়ে এর আধুনিকীকরণের দিকে হেটেছিলেন তিনি। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কৃষির ব্যাপক আধুনিকীকর কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। মূলত তার হাত ধরেই আধুনিক কৃষির যাত্রা শুরু হয়েছিল। আর জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একা আধুনিক কৃষির নতুন নতুন প্রযুক্তি সর্ম্পকে Modern Crop Production Technology, Eco friendly Pl Protection Techniques, Value Chain Management, Good Agricultural Practices, Clim Smart Agriculture ইত্যাদি মডিউলের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে নিয়মিতভাবে। জাতীয় কৃষি প্রশি একাডেমি পরোক্ষভাবে হলেও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি, পরিবর্তিত জলবায়ুতে কৃষির চ্যা মোকাবেলায় কাজ করে যাচ্ছে। আর বঙ্গবন্ধুর এই জন্মশতবার্ষিকীতে সবগুলো মডিউলের শুরুতেই বঙ্গবন্ধুর কৃষি ভাবনা সেশন পরিচালনা করা হয়।

" নিজেরা বীজ উৎপাদন করতে হবে। প্রয়োজনে শুরুতে বিদেশ থেকে মানসম্মত বীজ আমদানি করে দেশের বীজের প্রাথ চাহিদা মেটাতে হবে। পরে আমরা নিজেরাই মানসম্মত উন্নত বীজ উদ্ভাবন-উৎপাদন করব।" বঙ্গবন্ধুর এই বাণী আমাদের মানসম্মত বীজ উদ্ভাবন-উৎপাদনে অনুপ্রেরণা দেয়। নাটা Seed Technology প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তা প্রশিক্ষত করে কৃষক পর্যায়ে মানসম্মত বীজ উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

কৃষির সার্বিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু যে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া তার ভাষণেই ফুটে ওঠে, যা একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে আজও সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছিলেন, 'কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি। সবুজ বিপ্লবের কথা আমরা বলছি। সোনার বাংলা নাম আজকের সোনার বাংলা নয়। বহু দিনের সোনার বাংলা। বাংলার মাটির মতো মাটি দুনিয়ায় দেখা যায় না। যেভাবে মানুষ বাড়ছে যদি সেভাবে আমাদের বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে, তবে ২০ বছরের মধ্যে বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সে কারণেই আমাদের কৃষির দিকে নজর দিতে হবে। কেমন করে হাল চাষ করতে হয়, এ জমিতে কত ফসল হয়, এ জমিতে কেমন করে লাঙল চষে, কেমন করে বীজ ফলন করতে হয়। আগাছা কখন পরিষ্কার করতে হবে। ধানের কোন সময় নিড়ানি দিতে হয়। কোন সময় আগাছা ফেলতে হয়। পরে ফেললে আমার ধান নষ্ট হয়ে যায়। এগুলো বই পড়লে হবে না। গ্রামে যেয়ে আমার চাষি ভাইদের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করে শিখতে হবে। তাহলে আপনারা অনেক শিখতে পারবেন।" জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিবছর মাঠ পর্যায়ের প্রায় ৮০০ কর্মকর্তাকে কৃষির সমসাময়িক সমস্যা, সমাধান, নতুন নতুন প্রযুক্তি, শস্য বহুমুখীকরণ, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। আর প্রশিক্ষিত এসব কর্মকর্তার মাধ্যমে কৃষির সকল তথ্য কৃষকের দোড়গোড়ায় পৌছে যাচ্ছে নিমিশেই। বঙ্গবন্ধু যে সবুজ বিপ্লবের কথা বলেছিলেন তা আজ এইদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে তাঁর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান কৃষি বান্ধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের মাধ্যমে। আর নাটা নতুন নতুন মডিউলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে এই সবুজ বিপ্লবের একজন সহযোদ্ধা।

১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুণ ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে দ্বিগুণ ফসল ফলাতে পারব না, তিনগুণ করতে পারব না? আমি যদি দ্বিগুণও করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না। ...আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইয়ের কাছে, যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্টপরা, কাপড়পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই জমিতে যেতে হবে, ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ওই শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি আমাদের অভাব ইনশাআল্লাহ হবে না।' বঙ্গবন্ধু কৃষককে, কৃষিবিদদের, কৃষির সাথে জড়িত সকলকে যে অনুপ্রেরণামূলক কথা বলেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন তা অন্যান্য কৃষি প্রতিষ্ঠানের মতো নাটাও ধারণ করে। নাটা প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি সমসাময়িক কৃষি, কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতি বছর সেমিনার (০৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে নাটায় আয়োজিত সেমিনার "কৃষক-উদ্যোক্তা: বাণিজ্যিক কৃষির উদীয়মান চালক") আয়োজন করে। সেমিনারের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নাটা সমন্বিত সুপারিশসমূহ সরকারকে প্রদান করে। আর সুপারিশসমূহের আলোকে নাটা নতুন নতুন প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি ও বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে কৃষি অগ্রযাত্রায় অংশগ্রহণ করে।

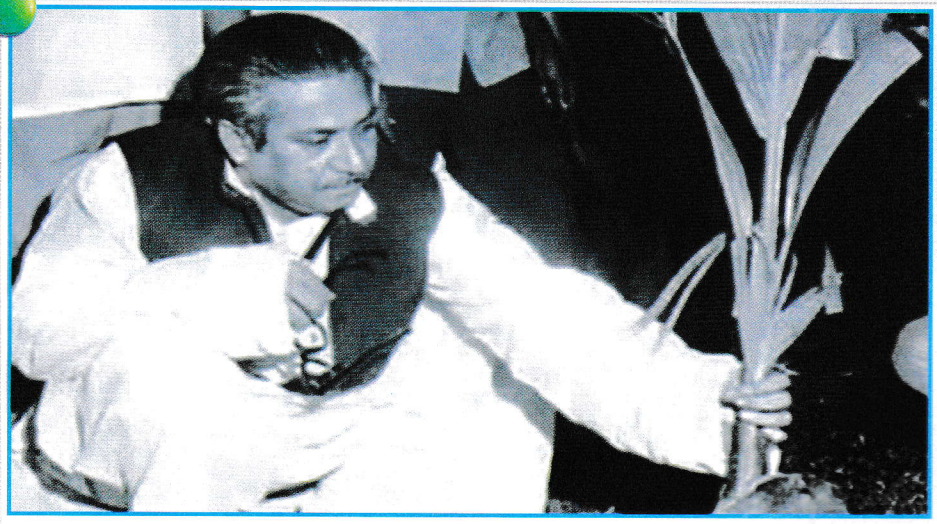

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন " আমরা কেন অন্যের কাছে খাদ্য ভিক্ষা চাইব। আমাদের উর্বর জমি, আমাদের অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ, আমাদের গবেষণা সম্প্রসারণ কাজে সমন্বয় করে আমরা খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করবো। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার।" নাটা যে প্রশিক্ষণসমূহ আয়োজন করে থাকে যেখানে রিসোর্স স্পিকার হিসেবে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের কৃষি বিজ্ঞানীরা সেশন পরিচালনা করে থাকেন এবং প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে থাকেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। ফলে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণের মাঝে একটি ভালো যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বঙ্গবন্ধু যে সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন, নাটা নিরবে-নিভৃতে সেই কাজগুলো করে দেশের কৃষির উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

এমন একটি অন্ধকার সময় নেমে এসেছিল এই বাংলাদেশে যখন বলা হতো শেখ মুজিব 'কেউ নন'। তখন এ দেশের কবিরা এই তাচ্ছিল্যেও সদুত্তর দিয়েছিলেন নানা নান্দনিক কবিতার ছন্দে। তার একটি নমুনা মহাদেব সাহার কবিতা (*এই নাম স্বতোৎসারিত*) থেকে উল্লেখ করতে চাই,

"...তুমি কেউ নও, বলে ওরা, কিন্তু বাংলাদেশের আড়াইশত নদী বলে,
তুমি এই বাংলার নদী, বাংলার সবুজ প্রান্তর,
তুমি এই চর্যাপদের গান, তুমি এই বাংলা অক্ষর,
বলে ওরা, তুমি কেউ নও, কিন্তু তোমার পায়ের শব্দে
নেচে ওঠে পদ্মার ইলিশ;
তুমি কেউ নও, বলে ওরা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান আর নজরুলের
বিদ্রোহী কবিতা বলে,
তুমি বাংলাদেশের হৃদয়ে।"

জাতির পিতা আজ আমাদের মাঝে নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে তিনি চিরজাগ্রত। বঙ্গবন্ধু ছিলেন দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক। আমাদের চেতনার অগ্নিমশাল। তাঁর আদর্শ চিরঅম্লান। সেই আদর্শকে বুকে ধারণ করে, তাঁরই স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে দৃঢ় শপথ গ্রহণই হবে বঙ্গবন্ধুর প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা জানানো।

National Agriculture Training Academy (NATA)
Gazipur-1701
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১